দৃষ্টি

বিজন রায়চৌধুরী

'...চোখ কখনও মিথ্যে কথা বলে না...'

সুকুমারদা মাঝে মাঝেই কথাটা বলতেন।

সুকুমারদার সঙ্গে অনেকদিন বাদে দেখা হল। চোখে কালো চশমা, সঙ্গে বৌদি। আমি নই, বৌদিই জিজ্ঞেস করলেন, অনেকদিন আসো না, কেমন আছো?

সুকুমারদা তখন বরদাচরণ হাইস্কুলে অঙ্কের টিচার। আমার ক্লাস টেন। অ্যানুয়াল পরীক্ষায় বাইরে খাতা পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার। কোন প্রমাণ তো নেই, সুতরাং গলাটা অতিরিক্ত চড়িয়েই বললাম, আমি ওসব করিনি...।

সুকুমার স্যার আমার দিকে তাকালেন। তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি– বুকের ভেতরটা পর্যন্ত উদোম করে দেয়।

বললেন, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল...।

আমি সেই দৃষ্টির সামনে চোখ তুলতে পারিনি।

তারও অনেকদিন পরে কলেজ - পাঠ শেষে চাকরি পাইনি কিন্তু চুটিয়ে রাজনীতি করছি। সুকুমারদা তখন পার্টির লোকাল কমিটির সেক্রেটারি। স্যার বদলে আমার কাছে সুকুমারদা।

মজুমদারদের বড় দীঘিটা বুজিয়ে একটা বড়-সড় আবাসন করার প্ল্যানে প্রমোটার রসিক মণ্ডলের সঙ্গে টাকার লেনদেন হল বসুধা হোটেলের দোতলায়। রাতের অন্ধকারে। কারোরই জানার কথা নয়, অথচ ব্যাপারটা ঠিক সুকুমারদার কানে পৌঁছে গেল। অস্বীকার করবার চেষ্টা করতে আবার বললেন, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল। সেদিনও চোখ তুলে তাকাতে পারিনি।

তার কয়েকদিন পরেই রাস্তায় সুকুমারদাকে লক্ষ্য করে কারা নাকি বোমা মারল।

গলা নামিয়ে বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদার অবস্থাটা কি। বৌদি বিষণ্ণ গলায় বললেন, কিছু হল না, নেত্রালয়ও ফিরিয়ে দিল।

সুকুমারদা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার খবর কি?

আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার ডানহাতের তালুর পোড়া সাদা জায়গাটা হঠাৎ তীব্র জ্বলন শুরু হয়েছে।

আমি জানি সুকুমারদার চোখে এখন দৃষ্টি নেই। তবু কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারলাম না।

যত সব রাবিশ!

সুতপা চক্রবর্তী

ওকে দেখলেই আমার খারাপ লাগে। খুব খারাপ ও কে, কেন আসে– সব জানি আমি। মাস পয়লাতেই ও আসে। বাইরে প্যাসেজটায় দাঁড়িয়ে থাকে। মায়ের কাছে খবর পৌঁছোয়। মা একটা সাদা খাম ধরে নিয়ে এসে ওকে দেয়। ও চলে যায়। ওর জামাকাপড়, হাঁটা - চলা— সবকিছুই আমাদের বাড়িতে ভারি বেখাপ্পা দেখায়। ও আসুক এটা ও আমরা কেউই চাই না বোধ হয়। তবু ও আসে। একটা প্রচণ্ড রাগ চারিয়ে যায় আমার ভেতরে ভেতরে। আমি কষ্ট পাই।

গেল মাসে ওর পরণের নীল ফ্রকের নীচের দিকটায় সাদা সুতো দিয়ে সেলাই করা ছিল। ক্যাট ক্যাট করছিল। আমার ইচ্ছে করছিল আমার সবক'টা ফ্রক ওকে দিয়ে ঠাস ঠাস করে চড় লাগিয়ে বলি, যা দূর হ! আর কক্ষনো আসবি না আমাদের বাড়িতে। কক্ষনো নয়। মা তক্ষুণি ওর কাছে এগিয়ে আসে। মার হাতে ধরা একটি সাদা খাম।

আমি মাঝে মধ্যে ভাবি মা কী করে পারে ওর হাতে খামটা তুলে দিতে। মায়ের কি ওকটুও হাত কাঁপে না। ও দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই আমি ডাকি, মা ও মা! শাড়ির খসখসে শব্দ তুলে মা আমার দিকে এগিয়ে আসে। বলে, কী! মায়ের গায়ে চাপা সুগন্ধ। একটা ভীষণ ক্রোধ মনে মনে অগ্নিদগ্ধ করে আমার পিতাকে।

তবে ও যেদিন আসে বাবা ঠিক টের পেয়ে যায়। সেদিন খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। অনেক খাবার, অনেক গল্প গুজব। আমি সব বুঝতে পারি। সব, সব। তবু মা বলে ওঠে— আজ ও এসেছিল। দুমদাম পা ফেলে বেসিনের দিকে যেতে যেতে বাবা বলে, যত সব রাবিশ!

আমার মনে পড়ে যায়, ওর মা একদিন আমার বাবার...— আদালতের রায়ে ওকে খোরপোষ দেওয়াটা আমাদের কর্তব্য।

টের পাই ভাঙচুর চলছে আমার ভেতরেও।